দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

Nov. 03 2002

'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, সবরকম অন্ধকার দূর

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

সবার জন্য শিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করতে আমরা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দেশের প্রতিটি গৃহে বিদ্যুৎ ও শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকারে অবিচল। শিক্ষা হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। এ হাতিয়ার শাণিত করার দায়িত্ব শিক্ষকদের গতকাল শনিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, এবার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের হাতে চার রঙের নতুন আকর্ষণীয় পাঠ্যবই তুলে দিতে পারবো-ইনশাল্লাহ। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা তোমাদেরকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি, তোমরা নিজেদের বিকাশে তার সদ্ব্যবহার করবে। আর প্রতিদিন নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যাবে এবং পূর্ণসময় বিদ্যালয়ে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। তোমরা শুধু তোমাদের পরিবারেরই নও, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তোমাদেরকে ভবিষ্যতে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সাধ্যানুযায়ী আমরা সবকিছু করছি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম। বক্তৃতা করেন সচিব অধ্যাপিকা ডাঃ তাহমিনা হোসেন ও মহাপরিচালক এএম মোসাদ্দেকুল ইসলাম।

শিক্ষা সপ্তাহে দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত, বক্তৃতা, অভিনয়, চিত্রাংকন ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের এবং শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়ার কথা সকলে বললেও আমরাই শিক্ষা খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এবারের বাজেটে শিক্ষা খাতে ৬ হাজার ৭শ' ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি। তথ্য-প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ যোগ করলে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬ হাজার ৮শ' ৭১ কোটি টাকা। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত সরকারের আমলে শিক্ষা বছরের অর্ধেক সময় অতিবাহিত হবার পরও শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছেনি। এ নিয়ে নানা ধরনের স্ক্যান্ডাল হয়েছে। আমরা সরকার গঠন করার পর খুন অল্প সময়ের মধ্যে পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত করে শিক্ষা বছরের শুরুতেই শিশুদের হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। ২০০৩ শিক্ষা বছরের জন্য আমরা এখন থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও লেখাপড়ার মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সকলকে নিষ্ঠা সহকারে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান বাড়াবার জন্য আমাদের সার্বিক উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষার সকল স্তরের ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষকগণের স্বতঃস্ফূর্ততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের ওপর। সরকার আশা করে শিক্ষকবৃন্দ তাদের ওপর অর্পিত মহান দায়িত্ব সচেতনভাবে পালন করবেন। আমাদের লক্ষ্য স্কুল বয়সী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা এবং মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রথমে সার্বজনীন শিক্ষা ও দেশব্যাপী গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন।

গতকাল ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া